17 MAY 2017

'২৩ বিদ্যালয়ের জমি প্রভাবশালীর দখলে'

সংসদীয় কমিটির সুপারিশের ৪ বছর পরও দখলমুক্ত করতে পারেনি প্রশাসন

■ সাব্বির নেওয়াজ

রাজধানীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ২৯৫টি। এরমধ্যে ২৩টি বিদ্যালয়ের জমি দখল করে ভোগ করছেন প্রভাবশালীরা। এই বিদ্যালয়গুলোর দখল করা জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে কমিউনিটি সেন্টার, গ্যারেজ, দোকান, ক্লাবঘর, বস্তি, কাঁচাবাজার, ঈদগাহ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কোনো কোনো স্কুলের জমিতে ওয়াসার পাম্পও বসানো হয়েছে। আবার দখলদাররা কোনো কোনো স্কুলের ভবন অবৈধভাবে ভাড়া দিচ্ছেন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য। স্কুলগুলোর জমি দখলের পেছনে রয়েছেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও স্কুল-সংশ্লিষ্টরা। দশম জাতীয় সংসদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা সরেজমিন পরিদর্শন করে দ্রুত এসব স্কুল দখলমুক্ত করতে মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করেছিলেন। ওই সুপারিশের পর পার হয়েছে চার বছরের বেশি সময়। এখন পর্যন্ত কোনো স্কুলের জমি পুরোপুরি দখলমুক্ত করতে পারেনি ঢাকা জেলা প্রশাসন।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে তৃতীয় দফায় ২৩ স্কুলের জমি উদ্ধারের সর্বশেষ প্রতিবেদন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠিয়েছে ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। সেখানে উদ্ধার কাজের অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আসলে কোনো অগ্রগতি নেই। চার বছর আগের অবস্থাতেই রয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। অগ্রগতি বলতে– দখলদারদের ভবন ছাড়তে বলা হয়েছে, সুপারিশ করা হয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে, লিজ বাতিলের আবেদন করা হয়েছে, নতুন মিটার লাগানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে, মেয়র ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ২৩টি স্কুলের দখল করা জমি উদ্ধার করা যায়নি। এমন পরিস্থিতিকে খামখেয়ালিপনা বলছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকরা। জেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের সুপারিশ করা ছাড়া অন্য ক্ষমতা নেই। কাউকে ভবন থেকে উচ্ছেদ করতে হলে সেটি করবে জেলা প্রশাসন। সেই সহযোগিতা তারা পাচ্ছেন না।

ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহীন আরা বেগম বলেন, 'এ নিয়ে তিনবার অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়েছি। সর্বশেষ প্রতিবেদনে উদ্ধারের বেশ কিছু অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ এক বছর, কেউ ৬ মাস সময় নিয়েছেন। অনেকে সহযোগিতা করছেন না। অনেককে শেষ বারের মতো নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যেসব জমি নিয়ে মামলা রয়েছে সেসব মামলা চালানোর পাশাপাশি অন্য বেদখল স্থাপনা উচ্ছেদেও মামলা করা হবে।'

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

২৩ বিদ্যালয়ের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর এই ২৩ স্কুলের বাইরে আরও ৫৪টি বিদ্যালয়ের জমি, ভবন, শ্রেণিকক্ষসহ আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থাপনা দখল করে রেখেছে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রভাবশালী মহল ও সংগঠন। এর মধ্যে সাতটি বিদ্যালয়ের জমিতে রয়েছে ওয়াসার পাম্প; আছে কমিউনিটি সেন্টার, গ্যারেজ, দোকান ও ক্লাবঘর থেকে শুরু করে আনসার বাহিনীর কার্যালয়ও। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের জমিতে গড়ে উঠেছে কাঁচাবাজার, মসজিদ ও ঈদগাহ। বস্তিবাসী থেকে শুরু করে অবাঙালিরাও দখলে রেখেছেন কয়েকটি বিদ্যালয়ের জমি।

বর্তমান চিত্র : গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখল করে দোকান বসানো হয়েছে। দোকানগুলো উচ্ছেদ করার সুপারিশ করা হলেও তা হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেলা প্রশাসক গত বছরের ৮ জুন থানা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে দোকানের তালিকা প্রস্তুত করে সাত দিনের মধ্যে দোকানগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিতে দোকান মালিকদের চিঠি দেন। কিন্তু এখনও দোকানগুলো উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি।

সূত্রাপুর থানার ওয়ারীর যোগীনগর রোডে এমএ আলীম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ শতাংশ জমি দখল উচ্ছেদে দখলদারদের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসককে দেওয়া হয়েছে। এখনও তা উদ্ধার করা যায়নি।

মিরপুরের দারুস সালাম রোডে গাবতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের দোকান ও বিলবোর্ড বহু অনুরোধের পর সরানো গেছে। অবৈধ পার্কিংও উচ্ছেদ হয়েছে।

মিরপুর-১২ এলাকায় সরকারি আবদুল মান্নান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈধ দখলদারকে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার কারণে উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না।

পল্লবীর খলিলুর রহমান বিদ্যালয়ের জমি দখল উচ্ছেদে সুস্পষ্ট কিছু বলা না হলেও সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণে অনুমতি পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে। পল্লবীর বালুরমাঠ এলাকায় বনফুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে আদালতের নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে।

আরামবাগ দিলকুশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমিতে নির্মাণ করা দোকানগুলো দরপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাদের কাছে ভাড়া দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই অবস্থা মোহাম্মদপুরে টাউন হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে স্থানীয় সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানককে অনুরোধের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

মোহাম্মদপুরে সাতমসজিদ রোডে বরাবো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১ দশমিক ৬৪ শতাংশ জমি দখলমুক্ত করতে দাতা মালু ব্যাপারীর ওয়ারিশদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। মাতুয়াইলে পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১ শতাংশ জমির উদ্ধারে দাতা খোঁজা হচ্ছে।

মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গায় মতিঝিল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ করায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গা উচ্চ বিদ্যালয়ের দখলে চলে গেছে। এটিও উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।

এ ছাড়া মিরপুরের শহীদবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডেমরার মাতুয়াইল ২ নম্বর, গুলশানের মেরাদিয়া, মতিঝিলের আইডিয়াল মুসলিম বালক/বালিকা ও মাদারটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ জমিতে রয়েছে ওয়াসার পাম্প। এসব পাম্প সরানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কোতোয়ালি থানার নাজিরাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি শ্রেণিকক্ষে মালপত্র রেখে তালা দিয়ে রেখেছেন নাজিরাবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েও কিছু করা যায়নি।

গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৭ দশমিক ৭৬ শতাংশ জমির